পূজিতে তোমারে বরষ অন্তরে
আমরা সবে বড় ভালবাসি।
তাই মা হেথায় মিলিছি সবাই
পাইতে তোমার স্নেহের কণা।
ওই টুকু পেলে রব সব ভুলে
আর মোরা কিছু চাহিব না।
যে আছ যেথায় এস গো হেথায়
আমরা সবাই পূজিব মায়।
ভক্তি-পন্থা ছেড়ে ক্রমে জ্ঞানস্তরে
উঠিয়া অনন্তে মিলিব তায়।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ পাল,
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

বাণী-বন্দনা।

এস ধরাতলে এস মা আমার,
ওগো শতদলবাসিনি ;
তোমারি কোমল করুণ হাস্য
অন্তরে রাজে জননি।
তুচ্ছ করিব জগতের হেলা
লভিতে জননি কীর্ত্তি-মেখলা
(তাই) চরণ-নিম্নে শরণ মেগেছি
জ্ঞান-মান-প্রাণদায়িনি।
জ্ঞানের গরিমা কিরীটিনী তুমি
অঙ্কে নয়ন-দায়িনী।

স্পন্দিত হো'ক পুলকে হৃদয়
টুটি যাক্ দুখ হরষে ;
জাগিয়া উঠুক নিখিল বিশ্ব
স্বর্গ-পুলক-পরশে ।
আজি ভকতি-অর্ঘ্য করে
তোমার প্রসাদ তরে
চরণ-কমল বন্দিতে সবে
আছে গো দাঁড়ায়ে জননি ।
জ্ঞানের গরিমা কিরীটিনী তুমি
অন্ধে নয়ন-দায়িনী ॥

তুমি যে জননী গরিমা-ভূষিত
হৃদয়ের বল-ভক্তি ;
সাহস, বীর্য্য, বিদ্যা, ধর্ম্ম
দুখহরা তুমি—মুক্তি ।
তোমার মধুর বীণার তানে
শত বরষের স্মৃতি মনে আনে
তোমার বিদ্যা, তোমার ঋদ্ধি
তোমার শক্তি জননি ।
জ্ঞানের গরিমা কিরীটিনী তুমি
অন্ধে নয়ন-দায়িনী ॥

সারাটি জীবন রহিব মগন
জননি তোমার বন্দনে ;
মুগ্ধ হৃদয় পবিত্র কর
তোমার করুণা-চন্দনে ।
আমরা মা তোর চরণের তলে
আজিকে পূজিতে মিলেছি সকলে

ইঙ্গিতে তব, হৃদয়ের তলে
জাগুক প্রতিভা জননি।
জ্ঞানের গরিমা কিরীটিনী তুমি
অঙ্কে নয়ন-দায়িনী॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

বীণাপাণি-বন্দনা।

আয় মা জননি, আয় বীণাপাণি, আয় মা এ দীন কুটিরে,
আজি অশ্রুসিক্ত কুসুম-নিচয়, কুড়ায়ে এনেছি আদরে।
আমি জানিনা মাগো, ভজন পূজন, জানিনা করিতে ধ্যান,
এনেছি কেবল ভক্তি-অর্ঘ কমল চরণে করিতে দান।
ভেঙ্গে গেছে আজ বালির বাঁধ, কেটে গেছে মোহ-ঘুম-ঘোর,
লুপ্ত চেতনা, বক্ষে ধরিয়া, এসেছি জননি, নিকটে তোর।

ধরিলেন যিনি বীণার যন্ত্রে অমিয়কণ্ঠে মধুর তান,
স্তব্ধ হইল বিশ্ব-জগৎ দেবতা শুনিল পাতিয়া কাণ।
জ্ঞানের আলোকে ঘুচালেন যিনি, ভুবনে তিমির-ক্লেশ,
সেই ত তুই মা—তুই বীণাপাণি উজল-বরণী স্বরূপাবেশ।
ভেঙ্গে গেছে আজ বালির বাঁধ, কেটে গেছে মোহ-ঘুম-ঘোর,
লুপ্ত চেতনা, বক্ষে ধরিয়া, এসেছি জননি, নিকটে তোর।

পূজিতে যাহার অমল চরণ করিল "মধু" মধুময়,
উজল করিতে আসিল "হেম" সারাটী দেশ জাগিল তায়,
গানেতে রাখিল ডুবায়ে "রজনী" ঘুমাল জগৎ সুরেতে তা'র,
সেই ত তুই মা বিশ্বজননী বিদ্যাদায়িনী সারাৎসার।
ভেঙ্গে গেছে আজ বালির বাঁধ কেটে গেছে মোহ-ঘুম-ঘোর,
লুপ্ত চেতনা, বক্ষে ধরিয়া, এসেছি জননি, নিকটে তোর।